বিপদ যখন নিয়ামাত-২

লেখক

ড. ইয়াদ কুনাইবী

অনুবাদক

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৭

লেখক-পরিচিতি ৯

ভূমিকা ১১

অজানা শঙ্কা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন? ১৫

আল্লাহ আপনার কল্যাণ কামনা করেন ২০

শর্তসাপেক্ষে আল্লাহকে ভালোবাসবেন না ২৬

সঠিক ভিত্তির ওপর হোক আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা ৩০

বিপদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নিখাদ হয় ৩৬

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে নবায়ন করুন ৪১

আমি যা চেয়েছি তা হয়নি! ৪৮

সময় হলে বিপদ ঠিকই কেটে যাবে ৫৩

যে স্বাদ অতুলনীয় ৫৭

দাঁতের ডাক্তার ৬১

আসুন আল্লাহকে ভালোবাসি ৬৪

ধৈর্যের উৎস ৬৯

দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন ৭৬

আল্লাহর স্নেহশীলতা ৯০

হতাশা, উৎকণ্ঠা ও ভয় ১০০

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

আরব-বিশ্বের যেসব আলিম শারীআর বিধি-বিধান নিয়ে কথা বলায় স্পষ্টবাদী এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝে আলোচনা করতে পারেন তাদের মধ্যে ইয়াদ কুনাইবীকে প্রথম সারিতেই রাখতে হবে।

'হুসনুয যন বিল্লাহ' তাঁর সাড়াজাগানো গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিপদে পড়লে সাধারণত মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা খুব কমই রাখতে পারে। অথচ বিপদ-আপদ আল্লাহ বান্দার কল্যাণের কথা চিন্তা করেই দিয়ে থাকেন। বিপদের নিয়ামাতের মাধ্যমে কীভাবে তিনি বান্দার কল্যাণার্থে ব্রতী হন সেই বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন লেখক মহোদয়।

ইয়াদ কুনাইবীর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি মূল কথায় যাওয়ার আগে আমাদের যাপিত জীবনের প্রাত্যহিক কোনো দৃশ্যপট এঁকে প্রথমে পাঠকের মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করে নেন। তারপর মূল আলোচনায় প্রবেশ করেন। এতে করে পাঠক খুব সহজে মূল বার্তাটি অন্তরের গভীর থেকে উপলব্ধি করতে পারে। এই বইতেও তিনি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়াও তার বলার ভঙ্গি অনেকটা ব্যক্তিগত আড্ডায় কারও সাথে মনখুলে গল্প করার মতো। যেন তিনি পাঠকের সামনে বসে তার সাথে কথোপকথন করছেন।

এই বইটি একই সাথে আত্মশুদ্ধিমূলক, মোটিভেশনাল বা অনুপ্রেরণামূলক, জ্ঞানগর্ভ ইত্যাদি একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রচিত। এটি পাঠকের ভাবনাকে বেশ জোরেসোরে ঝাঁকুনি দিতে সক্ষম হবে ইন শা আল্লাহ।

তাদাব্বুরের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশ আগ্রহ আছে। বইটি এই সংক্রান্ত না হলেও লেখকের জায়গামতো উপযুক্ত আয়াত-উপস্থানা এবং এর আলোকে গভীরভাবে আয়াতের মর্মকে সাবলীলভাবে তুলে ধরার কৌশলটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত হয় না এমন মানুষ নাই বললেই চলে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ থেকে শুরু করে সবচেয়ে দরিদ্র লোকটিও জীবন চলার পথে কোনো-না-কোনো মুসিবতে আক্রান্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে অস্থির না হয়ে কীভাবে স্থির থাকা যায় এবং নিজের মন-মানসিকতাকে শক্ত রাখা যায় তার দীক্ষা পাঠক বইটির পাতায় পাতায় পাবেন। বিপদ-মুসিবতেরও যে এত এত ভালো দিক হতে পারে এবং এর এত সুন্দর সুন্দর উপকারিতা থাকতে পারে বইটি পড়ার আগে সেভাবে উপলব্ধি করিনি কখনও। বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা-চেতনায় এত বেশি উপকৃত হয়েছি যা বলার মতো নয়। আল্লাহ লেখককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটিতে কয়েকটি আরবি কবিতা ছিল। অনুবাদে আমরা সেগুলো পরিহার করেছি। হাদীসগুলো মূল বইতে শুধু কিতাবের নাম বা কোনো কোনো জায়গায় নাম ছাড়াই উল্লেখিত ছিল। অনূদিত বইতে আমরা আরবিপাঠ রাখার পাশাপাশি হাদীসগুলোর নম্বর-সহ উৎসমূল নির্দেশ করে দিয়েছি টীকাতে। আর অনুবাদে যথাসম্ভব সাবলীলতা আনয়নের চেষ্টা করেছি। যার ফলে কোথাও কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ পরিহার করে বাংলাভাষী পাঠকদের বোধগম্য শব্দ-বাক্য গ্রহণ করেছি।

আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিন। আশা করি এটি পাঠকদের চিন্তা-চেতনায় বিশাল বড়ো পরিবর্তন আনবে। বিপদ-মুসিবতকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে তাদেরকে সাহায্য করবে। বইটি প্রকাশের পেছনে প্রকাশক থেকে শুরু করে আরও যাদের কোনো-না-কোনো শ্রম জড়িয়ে আছে তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

রহমানের রহমত প্রত্যাশী
আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১১/৭/২০

লেখক-পরিচিতি

হেবরন। ফিলিস্তিনের একটি শহর। অন্যান্য শহরগুলোর মতো এখানেও পড়েছে আগ্রাসী হায়েনার লুলোপ দৃষ্টি। ইসরাঈলের যায়নবাদী আগ্রাসনের কারণে ভিটেমাটি হারাতে হয়েছে কুনাইবীর পরিবারকে। নিঃস্ব অবস্থায় কোনো দিশকূল না পেয়ে শেষমেষ পরিবারটি হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকটা ক্লান্তিকর পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছায় কুয়েতে।

ইয়াদ কুনাইবীর জন্ম কুয়েতেই। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। কুয়েতের সালিমিয়াত শহরেই তার বেড়ে ওঠা। শৈশব পেরোতে-না-পেরোতেই সেখান থেকেও বিদায় নিতে হয় তাদের। এরপর সফর করতে করতে তারা পৌঁছে যান জর্ডানে। এখন জর্ডানের রাজধানী আম্মানে তারা বসবাস করছেন।

ইয়াদ কুনাইবী জর্ডান ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ফার্মাকোলজির ওপর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। একই বিষয়ের ওপর পিএইচডি করেন টেক্সাসের ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টন থেকে। কিছুদিন গবেষণামূলক কাজ করেন টেক্সাস মেডিক্যাল সেন্টারে। অ্যামেরিকায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কাফির-অধ্যুষিত ভূমিতে না থেকে ফিরে আসেন জর্ডানে। খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন জর্ডান ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে। ফার্মাকোলজির ওপর ড. কুনাইবীর বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে। ২০১৩ সালে অ্যাপ্লাইড সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি থেকে সেরা গবেষকের পুরস্কার পান।

ড. কুনাইবী পবিত্র কুরআনের হাফিয। ইলমুল কিরাআতের ওপর ইজাযাহ অর্জন করেছেন শাইখ আবদুর রহমান ইবনু আলি-র কাছ থেকে, হাফস ইবনু আসিম রহিমাহুল্লাহ-এর সনদে। এ ছাড়া বিজ্ঞ আলিমদের তত্ত্বাবধানে ইলমের বিভিন্ন

শাখা নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং ইজাযাহ অর্জন করেছেন ফিকহ, সীরাহ এবং তাফসীরশাস্ত্রে। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন আলিম ও গবেষকদের রচনা অধ্যয়ন করে আসছেন গভীর মনোযোগের সাথে। ইবনুল কাইয়িম, সাইয়িদ কুতুব, সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, আবূ মুহাম্মাদ আসিম প্রমুখ আলিমদের লেখনী দ্বারা তিনি বেশি প্রভাবিত হয়েছেন।

ইয়াদ কুনাইবী একজন দাঈ এবং অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট। মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। প্রায় দুই যুগ ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দাওয়াতের ময়দানে। আর আট দশজন দাঈর মতো খণ্ডিত ইসলাম নিয়ে কাজ করেননি তিনি। শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে কাটছাঁট করে ইসলামকে উপস্থাপন করেননি। হকের পথে থেকেছেন অবিচল। তার এই আপসহীন অবস্থানের কারণে কারাবরণ করতে হয়েছে একাধিকবার। জর্ডান সরকার-গৃহীত পশ্চিমা নীতি এবং ইসরাঈলের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা করায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আবারও গ্রেপ্তার হন তিনি। এ সময় তাকে সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যা পরে কমিয়ে দুই বছর করা হয়। এত হয়রানির পরও ড. কুনাইবী তার দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার প্রবন্ধ, লেকচার ছড়িয়ে আছে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে। তার আলোচনাগুলোতে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন কুরআন ও সুন্নাহ-র অন্তর্নিহিত শিক্ষার ওপর। ইসলামি আদর্শ জীবনে প্রয়োগের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন সবাইকে। বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন ইসলামের সৌন্দর্য। ড. কুনাইবী তার দাওয়াতী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেন, 'আমার উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির সামনে রব্বুল আলামীনের বড়োত্ব তুলে ধরা। এবং মানুষকে শারীআর আদল ও ইনসাফের দিকে আহ্বান করা।'

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে হকের ওপর অটল রাখেন। এবং উম্মাহর কল্যাণে জীবনভর কাজ করে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ড. ইয়াদ কুনাইবীর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট : www.al-furqan.org

ভূমিকা

কীভাবে আপনি পরীক্ষাকে পুরস্কারে বদলে ফেলবেন?

বিপদের নিয়ামাত থেকে উপকৃত হবেন কীভাবে?

কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতেও হাসিমুখে জীবন-যাপন করবেন?

সর্বক্ষেত্রে কীভাবে ইতিবাচক হবেন?

আল্লাহর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবেন কীভাবে? যাতে আপনার অন্তরে আর কারও ভয় জায়গা করতে না পারে এবং তিনি ছাড়া অন্যকারও কাছে কিছু চাইতে না হয়।

কীভাবে আপনি অটুট ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হবেন?

তাকদীরের ফয়সালার ব্যাপারে অভিযোগ করা থেকে কীভাবে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবেন?

কীভাবে আপনার রবের প্রতি এমন নিঃশর্ত ভালোবাসা তৈরি করবেন, যা সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকবে?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর এবং আরও নানান বিষয়ের সমাধান আপনি খুঁজে পাবেন এই বইটিতে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রিযক দিয়ে থাকেন। তাঁর দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য করে এবং তাঁকে ভালোবাসে।

তিনি তাদের প্রতি বিভিন্ন নিয়ামাত প্রদান করার মাধ্যমে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

ঘটিয়েছেন। তাই তো তিনি 'আল-ওয়াদুদ' বা বান্দাদের প্রতি অতিশয় স্নেহপরায়ণ।

তিনি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য নিজের দয়াকে উজাড় করে দিয়েছেন। তাই তো তিনি 'আর-রহীম' বা বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু।

বান্দাদের বিভিন্ন রকমের ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি স্নেহ-মায়ার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাই তো তিনি 'আল-লাতীফ' বা বান্দাদের প্রতি পরম দয়াময়।

তিনি বান্দার কাছ থেকে সুখের সময় শুকরিয়ার বাণী আর দুঃখের সময় কাতর-কণ্ঠের রোনাজারি শুনতে ভালোবাসেন। যদি বান্দা কখনও তাঁর থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। যাতে সেই বান্দা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়, তাঁকেই ডাকে এবং কাতরভাবে তাঁর কাছেই ফরিয়াদ জানায়। তিনি বান্দার কান্না ও মিনতি-ভরা আর্জি শুনতে ভালোবাসেন। বিপদ দেওয়ার মাধ্যমেও তিনি বান্দার ওপর রহম করে থাকেন।

আমি একবার খুব বিপদে পড়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা এবং তাঁর হিকমত ও রহমতের প্রতি আস্থা রাখার তাওফীক দান করেছিলেন। তাঁর প্রতি আমি যেমন ধারণা রেখেছিলাম, তিনি আমার সাথে সেই আচরণই করেছিলেন। আমার বিপদের আগুনকে নির্বাপিত করে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন তিনি।

কেন তিনি এমনটা করবেন না? তিনি নিজেই তো হাদীসে কুদসীতে বলেছেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى

"বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখবে, আমাকে তেমন দেখতে পাবে।"[১]

আল্লাহর কসম, যদি আপনি আপনার রবের ব্যাপারে সুধারণা রাখেন এবং সেই ধরনের আচরণও করেন, তা হলে দেখবেন আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন।

আপনি যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে—পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে প্রশান্তির শীতল বাতাস প্রবাহিত করতে সক্ষম, তা হলে দেখবেন বিপদের সময় আপনার ধারণার বাস্তবায়ন ঘটছে। আল্লাহ তাআলাই একক সত্তা, যিনি মানুষকে সুখী করতে পারেন, আবার দুঃখীও করতে পারেন। তিনি তার নিজের ব্যাপারে বলেছেন,

---

[১] বুখারি : ৭৪০৫

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

"তিনিই হাসান এবং তিনি কাঁদান।"[১]

বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক বড়ো বড়ো নিয়ামাত দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে যে, আল্লাহর শুকরিয়া-স্বরূপ আমি যেন এই নিয়ামাতগুলো নিয়ে আলোচনা করি। যাতে করে আমরা সকলেই বুঝতে পারি—আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ব্যাপারে সুধারণা রাখার ফলাফল কেমন হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"আর তোমার রবের নিয়ামাতের কথা আলোচনা করো।"[২]

প্রিয় ভাই ও বোন আসহাবে কাহাফের ঘটনা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। তারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করেছিল। তারা একে অপরকে বলেছিল,

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

> "এখন যেহেতু তোমরা এদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে এরা ইবাদাত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ, তখন চলো অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই। তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন।"[৩]

সেই গুহাটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। জনপদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সেখানে যাওয়ার কোনো ভালো রাস্তা ছিল না। বিভিন্ন পোকামাকড় থাকার আশঙ্কা ছিল। পানির সুব্যবস্থা সেখানে ছিল না। খাবারের বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই সুধারণার কারণে পুরো পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদের অনুকূল করে দিলেন। সেই গুহাতে তাদের অবস্থানকে আরামদায়ক ও উপযোগী করে দিলেন।

আমাদের রব অনেক অনেক দয়ালু। চলুন, বান্দার প্রতি তাঁর আচরণ থেকে জেনে নিই, তিনি কতটা মহান। সেইসাথে আল্লাহকে আরও ভালো করে চিনে নিই, যাতে

---

[১] সূরা আন-নাজম : ৪৩

[২] সূরা দুহা : ১১

[৩] সূরা কাহাফ : ১৬

করে সর্বাবস্থায় তাঁর ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখতে পারি। তিনি বলেছেন,

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> "যদি তোমাদের কাছে তারা অপছন্দনীয় হয়, তা হলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা অপছন্দ করো, কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[১]

আসুন আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হই। তাঁর কাছে আশ্রয় নিই। আমাদের অন্তরগুলোকে সঞ্জীবনী সুধা পান করাই। তাঁর স্মরণের দ্বারা মোহনীয় করে তুলি আমাদের বৈঠকগুলো।

আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে এই বইটির মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বইটিকে মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন।

---

[১] সূরা নিসা : ১৯

অজানা শঙ্কা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন?

ধরুন, আপনার কাছে বেশ কয়েকটি উপহার এসেছে। আপনি জানেন, উপহারগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু উপহারগুলোর কয়েকটি প্যাকেট খুবই নজরকাড়া। আর অন্যগুলো অতটা সুন্দর নয়। আপনি যখন জানেন, এর ভেতরে-থাকা উপহারগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, তখন প্যাকেটের ভালো-মন্দ হওয়ার বিষয়টা কি আপনাকে সামান্যতমও বিচলিত করবে? মোটেই না।

তেমনিভাবে যখন আপনি জানবেন যে, আগত দিনগুলোতে তাকদীরে যা ঘটবে সবই আপনার জন্য কল্যাণকর, তখন সেই কল্যাণ আপনার কাছে বিপদ কিংবা নিয়ামাত—যে আকারেই আসুক না কেন, আপনি বিচলিত হবেন না। বরং যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি প্রশান্তচিত্তে তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবেন।

মানুষ কেন উৎকণ্ঠিত হয়? কারণ ভবিষ্যতের ব্যাপারগুলো তার অজানা। এই অজানা শঙ্কাই মানুষের দুশ্চিন্তার মূল কারণ; চাই সে যত ধন-সম্পদের মালিক হোক না কেন। সব সময় তার মাথায় যে শঙ্কাটা ঘুরপাক খেতে থাকে তা হলো, এ-সকল ধন-সম্পদ যে-কোনো সময় আমার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। কারণ, সম্পদশালী মানুষ অনেক সময় সম্পদহীন হয়ে পড়ে। সুস্থ ব্যক্তি হয়ে যায় অসুস্থ। স্বাধীন ব্যক্তি হয়ে পড়ে কারারুদ্ধ। নিরাপদ ব্যক্তি হয়ে যায় অনিরাপদ।

তো এই অজানা শঙ্কা থেকে আপনি কীভাবে মুক্তি পাবেন? সহজ ভাষায় বললে, এথেকে মুক্তির মোক্ষম উপায় হচ্ছে : সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।

যখনই অজানা কোনো শঙ্কা আপনাকে ঘিরে ধরবে, তখনই নতুন করে ভাবুন যে, আপনি আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দা হবেন। আপনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্যের ওপর পরিপূর্ণভাবে আস্থা

রাখবেন। যদি আপনি এগুলো করতে পারেন, তা হলে ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও শঙ্কিত হবেন না। কারণ আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকলে আপনার মনে এই দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মাবে যে, যা কিছুই ঘটুক তা আমার জন্য কল্যাণকর।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের বিষয়টি বড়োই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া অন্যকারও ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"[১]

আনন্দের সময় শুকরিয়া আদায় এবং দুঃখের সময় ধৈর্যধারণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কখনও এমনটি বলবেন না যে, আমার জানা নেই ভবিষ্যৎ আমার জন্য কল্যাণ নাকি অকল্যাণ বয়ে আনবে! কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ আপনার জন্য কেবল কল্যাণই বয়ে আনবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বিষয়টি আপনার কাছে তখন আর অজানা ভবিষ্যৎ হিসেবে থাকবে না, যা আপনাকে প্রতিনিয়ত চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাওয়াত। দরিদ্রতা অথবা প্রাচুর্য, সুস্থতা কিংবা অসুস্থতা, প্রিয়জনকে পাওয়া বা হারানোর শঙ্কা—আপনাকে বিধ্বস্ত করবে না। বরং আপনি সব সময় মনে করবেন, যা ঘটবে সব আমার কল্যাণের জন্যই। সুতরাং আপনার কাজ হচ্ছে শুধু সুখের সময় শুকরিয়া আদায় এবং দুঃখের সময় সবর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা এবং বিপদের সময় সবর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও যদি ধৈর্যধারণ করতে না পারি, তবে আমার কিছুই করার নেই। কারণ, তাকদীরে এটাই লেখা ছিল।—এমনটা মনে করবেন না। বরং আপনি এই আয়াতটি স্মরণ করুন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনও কোনো মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি

[১] মুসলিম : ৭২২৯

> আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন।"[১]

এই আয়াত গভীর তাৎপর্য বহন করে। তার মধ্যে একটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে তার সমস্ত বিষয়কে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তাকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং সাহায্য করেন। সুতরাং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করাটা হলো আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান ও নিজেকে তাঁর কাছে সোপর্দ করার আলামত।

এ ছাড়াও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ

> "যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন।"[২]

সুতরাং ধৈর্যধারণের ব্যাপারে আপনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আর কখনও এমনটি বলবেন না যে, আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না। কেননা এটা তাকদীরের ফয়সালা।

আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি স্নেহশীল এবং দয়ালু। তিনি অনেক-সময় ধৈর্যধারণ করার বেশকিছু উপকরণ এবং মাধ্যম তৈরি করে রাখেন। যে ব্যক্তি সেগুলো ধারণ করে, তিনি তাকে ধৈর্যশীল এবং প্রশান্তচিত্তের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। সুতরাং আপনার কর্মের মাধ্যমেই আপনি আল্লাহর কাছ থেকে সবর করার ব্যাপারে সাহায্য চাইতে পারেন। আর এটা তো আপনার সক্ষমতার বাইরের কিছু নয়।

আপনি হয়তো কখনও এমনটাও বলে থাকেন, আমি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে অতটা সফল হতে পারিনি। কারণ আমার সব সময় ভয় হয়—হয়তো আগত বিপদের মাত্রা ভয়ানক এবং মারাত্মক হবে, তা সহ্য করা আমার সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। এ-জাতীয় ভয় এবং শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারেও আমরা আপনাকে সাহায্য করব। বিপদের পেছনে লুকিয়ে-থাকা-হিকমত নিয়ে আমরা যখন চিন্তা-ভাবনা করব, তখন পুরো ব্যাপারটা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

---

[১] সূরা তাগাবুন : ১১

[২] মুসলিম : ১০০২

আপনি হয়তো এখন বলবেন, ঠিক আছে, 'আমি এখন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।' কারণ, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি। কিন্তু যখন তিনি আমার ওপর বড়ো কোনো বিপদ চাপিয়ে দেন, তখন সেই বিপদের কারণে আমার এই ভালোবাসায় ঘাটতি তৈরি হয়।—এই ব্যাপারটি নিয়েও আমরা সামনে আলোচনা করব। আমরা জানার চেষ্টা করব, কীভাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার বিষয়টা সঠিক ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা যায়। পরিস্থিতি যতই কঠিন থেকে কঠিনতর হোক না কেন, আমাদের অন্তর যাতে প্রশান্ত থাকে এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গ আমরা ভুলে না যাই।—এই বিষয়টিও আমরা জানার চেষ্টা করব।

এখন আপনার কাছে আমার চাওয়া হলো, আপনি পরিপূর্ণ আস্থার সাথে আল্লাহর ওপর ঈমান আনবেন এবং তাঁর হিকমতের ব্যাপারে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখবেন। তাঁর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন, যার মাঝে কোনো খুঁত থাকবে না। সেই সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা এবং তাঁর কর্মের ব্যাপারে কোনো ধরনের আপত্তি থাকবে না।

বিপদের কারণে ব্যক্তির ওপর স্বাভাবিকভাবে সাময়িক যে প্রভাব পড়ে, সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এটি মানুষের ফিতরাত। যদি কারও প্রিয়জন মারা যায় স্বাভাবিকভাবেই সে ব্যথিত এবং দুঃখিত হবে। তবে সে তাকদীরের ওপর নাখোশ হবে না এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠাবে না। সে এমনটা বলবে না, 'কেন আল্লাহ আমাকেই কেবল পরীক্ষায় ফেলেন?' কিংবা 'আমি এমন কী করেছি যে, তিনি এত বড়ো মুসিবত আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন?' বরং সে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। এর ফলে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার স্বাদ আস্বাদন করার পাশাপাশি পরকালে বিশাল প্রতিদানও পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন,

أَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ

"(হে আল্লাহ,) তোমার কাছেই চাই, যেন তোমার সিদ্ধান্তে খুশি থাকি।"[১]

আপনি যখন ঘুমানোর জন্য বালিশে মাথা রাখবেন, তখন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন সেটি বলবেন,

[১] নাসাঈ : ১৩০৫; সহীহ

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ

"হে আল্লাহ, আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করেছি এবং আমার সবকিছু আপনার কাছে ন্যস্ত করেছি।"[১]

এটি পরিপূর্ণ আস্থার সাথে বলবেন। যাতে করে দয়াময় আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে যে কথা বলেছেন, সেটা আপনার জন্যও প্রযোজ্য হয়। তিনি বলেছেন,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"আপনি আপনার রবের হুকুম এর প্রতি ধৈর্যধারণ করুন। কারণ আপনি আমার নজরে আছেন।"[২]

অর্থাৎ আপনি ভয় পাবেন না। কারণ, আপনি আমার হেফাজতে আছেন। আর আমিই আপনার দেখভাল করব। আমার স্নেহ এবং দয়া আপনার সাথেই থাকবে।

সারকথা, সবক্ষেত্রে আপনার রবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার ফয়সালা গ্রহণ করুন। তা হলে আপনি অজানা আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

[১] আবূ দাউদ তায়ালিসি, আল-মুসনাদ : ৭৮০

[২] সূরা তূর : ৪৮

আল্লাহ আপনার কল্যাণ কামনা করেন

প্রিয় ভাই, আপনার জীবনে এরচেয়ে সুন্দর আর কোনো অনুভূতি হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা আপনার কল্যাণ কামনা করেন। তিনি যা-ই করবেন, আপনার কল্যাণার্থেই করবেন। তার সকল সিদ্ধান্তই আপনার ভালোর জন্য। বিপদ-আপদের সময় এই অনুভূতি আপনার অনেক উপকারে আসবে।

হয়তো আপনি এখন পরিপূর্ণ বিপদমুক্ত এবং সুস্থ অবস্থায় আছেন। আরামের জীবন অতিবাহিত করছেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব ধরনের নিয়ামাত আপনার ওপর ঢেলে দিয়েছেন। আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আচ্ছা, এটা কি আমার ওপর আল্লাহর প্রতিদান? আখিরাতেও কি আমার জন্য আরও নিয়ামাত বরাদ্দ আছে? নাকি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য একটা ছাড়। তিনি দুনিয়াতেই আমাকে সব দিয়ে দিচ্ছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আখিরাতে আমার ভুল-ত্রুটির কঠিন হিসাব নেবেন।

অনেক সময় এই ধরনের ভাবনা আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। কিন্তু যখন আপনি বিপদে আক্রান্ত হবেন এবং মনে করবেন যে, আল্লাহ তাআলা আসলে এই বিপদ দেওয়ার মাধ্যমে আপনার কল্যাণ কামনা করছেন। এর মাধ্যমে আপনার অন্তর আনন্দে ভরে উঠবে। একসময় আপনি নিজেই বলে উঠবেন, আসলে আমি আল্লাহ তাআলার অধিকার আদায়ে অবহেলা করেছি। কিন্তু তিনি অনেক সহনশীল হওয়ার কারণে তার দয়ার মাধ্যমে আমার সঙ্গে এমন সদাচরণ করছেন। আমি এগুলো পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু। তার সহনশীলতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কীভাবে আপনি বুঝবেন—বিপদটি আপনার জন্য কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর?

পরিপূর্ণ সুস্থতা, সম্পদের আধিক্য এবং নিরাপত্তা কি এটাই প্রমাণ করে যে, আপনার

প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট? আপনি কি এমনটা মনে করেন? আল্লাহর কাছে আপনার সম্মানিত হওয়ার আলামত কি এটিই?

না, কখনও নয়। এগুলো কখনোই এমনটা বোঝায় না যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করছেন কিংবা তিনি আপনার কল্যাণ চাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

> "কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামাত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং রিযক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।"[১]

অধিকাংশ মানুষই মনে করে যে, দুনিয়াতে অনেক নিয়ামাত লাভ করাটা আল্লাহর ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টির আলামত বহন করে। আল্লাহর কাছে তার অনেক সম্মান এবং মর্যাদা রয়েছে। আর যদি সে দরিদ্রতায় আক্রান্ত হয় তা হলে ধরে নেয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে অপদস্থ করছেন এবং তিনি তার অকল্যাণ চাচ্ছেন। অর্থাৎ মানুষজন আল্লাহ তাআলার দানকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্রোধের মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিচ্ছে। এই বিষয়টিকে আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ এবং কল্যাণ কিংবা অকল্যাণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে ভেবে নিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি শব্দের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন—(كَلَّا) কক্ষনও নয়। অর্থাৎ দুনিয়ায় কোনোকিছু পাওয়া না-পাওয়া কখনোই আল্লাহর কাছে প্রিয় হবার মাপকাঠি নয়।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

> "যে-কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দিই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে ভুগবে নিন্দিত

[১] সূরা ফাজর : ১৫-১৬

> ও ধিকৃত অবস্থায়। আর যে ব্যক্তি আখিরাত-প্রত্যাশী হয় এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায়, এমন ব্যক্তির প্রচেষ্টার যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হবে। এদেরকে এবং ওদেরকেও আমি (দুনিয়ায়) জীবন-উপকরণ দিয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে তোমার রবের দান এবং তোমার রবের দান রুখে দেবার কেউ নেই।"[১]

সুতরাং আল্লাহ আপনার কল্যাণ চাচ্ছেন না অকল্যাণ—এটা বোঝার মানদণ্ড কী? বিষয়টি বোঝার জন্য চলুন হাদীসের প্রতি নজর দেওয়া যাক। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না—উভয় প্রকারের মানুষকে দুনিয়া দান করেন। আর ঈমান দান করেন কেবল তাকে, যাকে তিনি ভালোবাসেন।"[২]

হ্যাঁ, ঈমানই হলো আসল মানদণ্ড। যদি আপনি দেখেন, বিপদ-মুসিবত আপনাকে আল্লাহর আরও কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে বুঝবেন আল্লাহ তাআলা আপনার কল্যাণ কামনা করছেন। আর যদি দেখেন বিপদ-মুসিবত আপনাকে আল্লাহর থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, তা হলে বুঝবেন এই বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার অকল্যাণ কামনা করছেন। এক্ষেত্রে আপনি দ্রুত সতর্ক হন। সাবধান হয়ে যান। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই নিজের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

এমনিভাবে যখন দেখবেন যে, আপনি এমন বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন, যা আপনার কল্পনাতেও ছিল না; তবুও আপনার অন্তরে এক ধরনের প্রশান্তি বিরাজ করছে, তা হলে বুঝে নেবেন যে, আল্লাহ তাআলা এই বিপদের মাধ্যমে আপনার কল্যাণ কামনা করছেন।

যখন দেখবেন, বিপদে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনি আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতে পারছেন এবং তাকদীরের বিশ্বাস শুদ্ধভাবে নিজের ভেতর ধারণ করতে পারছেন, কোনো ক্লান্তি আপনাকে স্পর্শ করছে না, তখন বুঝে নেবেন—আল্লাহ আপনার কল্যাণ কামনা করছেন।

বিপদে আক্রান্ত হওয়ার কঠিন মুহূর্তগুলোতে যখন দেখবেন কুরআনের সঙ্গে আপনি

[১] সূরা ইসরা : ১৮-২০

[২] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ৩৬৭২